Like 9.7M

নয়া দিগন্ত
(https://www.dailynayadiganta.com/)

ই-পেপার (http://www.enayadiganta.com) | English (http://www.ennayadiganta.com) | আর্কাইভ (https://www.dailynayadiganta.com/archive) | অন্য দিগন্ত (http://www.onnoekdiganta.com) |

(https://facebook.com/nayadiganta) |
(https://twitter.com/DigantaNaya) |
(https://www.youtube.com/channel/UCsS8Tv-eBsgZzC6bZcI9c6g)

পরিবেশ ছাড়পত্রের অপেক্ষায় ভারতীয় হাইব্রিড বিটি তুলা

নিজস্ব প্রতিবেদক | ০২ আগস্ট ২০২২, ০০:০০

নয়া দিগন্ত

-

দেশের রফতানি আয়ের প্রধান উৎস তৈরী পোশাক খাত। রফতানিমুখী এই খাতের সুতি কাপড় ও তৈরী পোশাকের প্রধান কাঁচামাল হলো তুলা, যা দিয়ে সুতা তৈরি হয়। সুতা তৈরির উপাদান তুলার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে প্রায় ৮২ লাখ বেল তুলার প্রয়োজন হচ্ছে, যার মধ্যে উৎপাদন হচ্ছে মাত্র এক লাখ ৯৫ হাজার বেল। বাকি প্রায় ৮০ লাখ বেলই (প্রায় ৯৭ ভাগ) আমদানি করছেন সংশ্লিষ্টরা। যার পেছনে ব্যয় হচ্ছে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। প্রতি বছর এই তুলা আমদানিতে বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তুলার ব্যবহার বাড়ায় এর চাহিদাও ব্যাপক বাড়ছে। অল্প জমিতে তুলা চাষ করে বেশি ফলনের জন্য খোঁজা হচ্ছে উচ্চফলনশীল জাত। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় হাইব্রিড বিটি তুলার দু'টি জাত (জেকেসিএইচ ১৯৪৭ বিটি এবং জেকেসিএইচ ১০৫০ বিটি) বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। এই দু'টি জাত দেশে চাষাবাদের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ছাড়করণের অপেক্ষায় রয়েছে।

পরিবেশ অধিদফতরের পরিচালক (পরিকল্পনা) মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার জানান, বর্তমানে এটি বায়োসেফটি কোর কমিটি এবং ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটির পর্যালোচনার জন্য রয়েছে। তাদের বৈঠকের পরেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসবে।

কৃষি সচিব মো: সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে গত ১৬ জুন ন্যাশনাল টেকনিক্যাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলজি (এনটিসিসিবি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভার কার্যবিবরণী সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশে তুলার ফলন কম হওয়া এবং তুলা চাষে খরচ বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো বোলওয়ার্মের প্রাদুর্ভাব। চাষিরা সাধারণত কীটনাশক প্রয়োগ করে বোলওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এতে চাষিদের উৎপাদন খরচ বেশি হয় এবং স্বাস্থ্যঝুঁকিও থাকে। বর্তমানে ভারতসহ অধিকাংশ তুলা উৎপাদনকারী দেশ বিটি তুলার চাষ করে বোলওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণ করছে। ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে ২৫.৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বিটি তুলার চাষ হয়েছে, যা সমগ্র তুলা চাষ এলাকার ৭৯ শতাংশ। বিটি তুলা চাষ করে ভারত আমদানিকারক দেশ থেকে

Like 9.7M
(https://www.dailynayadiganta.com/)

রফতানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মত দেন যে, বিটি তুলা চাষে পরিবেশগত কোনো ঝুঁকি নেই। এটি চাষাবাদ করলে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং তুলা চাষ করে কৃষিও অধিকতর লাভবান হবেন। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক কৃষিবিদ মো: আখতারুজ্জামান নয়া দিগন্তকে জানান, আমরা ট্রায়াল শেষ করে পরিবেশ ছাড়পত্রের জন্য অপেক্ষায় আছি। তারা ছাড়পত্র দিলেই কৃষি মন্ত্রণালয় বিটি তুলার দু'টি জাত রিলিজ দেবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এই তুলা ক্লোজ স্পেসে লাগানো যায়। এটা হেক্টরে চার টন থেকে সাড়ে চার টন ফলন হচ্ছে। ফলন ভালো, আঁশের কোয়ালিটিও ভালো। স্প্রে লাগবে না, এটা চাষিদের উপকারে আসবে। মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কি না- জানতে চাইলে তিনি বলেন, সবগুলো পরীক্ষায় দেখা গেছে এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিছু নেই। বিটি বেগুনে যে জিন ব্যবহার করা হয়েছে, একই বিটি কটনে রয়েছে। ওটা যেহেতু নিরাপদ হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার পর রিলিজ হয়েছে, সুতরাং এটাও হবে, আশঙ্কার কিছু নেই।

তুলা উৎপাদন লাভজনক উল্লেখ করে কৃষিবিদ মো: আখতারুজ্জামান জানান, দেশে এক মণ তুলা উৎপাদনে খরচ এক হাজার টাকা। আর এই পরিমাণ তুলায় (খৈল ও ভোজ্যতেলসহ) প্রায় চার হাজার টাকা পাওয়া যায়। এক মণ তথা ৪০ কেজি তুলা থেকে আঁশ হয় ১৬-১৭ কেজি। তুলাবীজ হয় ২২ কেজি। এই ২২ কেজি থেকে বাই প্রডাক্ট হিসেবে খৈল হয় ২০ কেজি আর ভোজ্যতেল হয় দেড় কেজি, যা রিফাইন শেষে থাকে এক কেজি।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড জানায়, বাংলাদেশে প্রায় আড়াই লাখ হেক্টর জমি তুলা চাষ উপযোগী। কিন্তু এসব জমিতে কৃষক সবজিসহ অন্যান্য ফসল ফলাচ্ছেন। বর্তমানে প্রায় ৪৪ হাজার হেক্টর জমিতে তুলা চাষ হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে স্পিনিং মিল মালিকরা কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমেও তুলা চাষে এগিয়ে আসতে পারেন। আর এটা করা হলে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে ১০ লাখ বেল তুলা উৎপাদন সম্ভব হবে বলে মনে করেন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক। তার মতে, বর্তমানে কৃষক শাকসবজিসহ স্বল্পমেয়াদি ফসলে আগ্রহী। তুলা চাষে কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগে। জুলাই-আগস্ট থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বর-জানুয়ারি, এই সময়টি তুলার মৌসুম। মূলত যেসব জমিতে শাকসবজি হয় তুলাও সেখানে ভালো হয়। তুলার সাথে স্বল্পমেয়াদি সবজি যেমন লালশাক, মুলাশাক, ধনিয়াপাতা, মুগ ডাল, মাষকলাই ও পাটবীজ সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। এতে কৃষক বেশি লাভবান হবেন। এ ছাড়া নতুন সৃজনকৃত আম ও লিচুবাগান, পেয়ারা, ড্রাগন, কাজুবাদাম ও কফিবাগানেও তুলা চাষ সম্ভব।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে প্রায় ৮০ লাখ বেল তুলা আমদানি হচ্ছে। যার মধ্যে একক দেশ হিসেবে ভারত থেকেই বেশি, ১৯ শতাংশ। এর বাইরে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি, চাদ, ক্যামেরুন, আমেরিকা, ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশ রয়েছে। বাংলাদেশের তুলার ফলন ও গুণগত মান ভালো। তাই বিশ্বের প্রসিদ্ধ তৈরী পোশাক ব্র্যান্ড প্রাইমার্ক বাংলাদেশের তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও কটন কানেক্ট-এর সহযোগিতায় সাসটেইনেবল কটন উৎপাদন করে তাদের তৈরী পোশাক তৈরিতে ব্যবহার করছে। ফলে দেশীয় তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত না করেই কম উৎপাদনশীল এলাকা যেমন পাবর্ত্য তিন জেলা, বরেন্দ্র অঞ্চল এবং নতুন জেগে ওঠা উঁচু চরাঞ্চলে তুলা চাষে গুরুত্ব দিচ্ছে তুলা উন্নয়ন বোর্ড। এ ছাড়া উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় তুলা চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের চাহিদা মেটাতে কাজ করছে তারা। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের পাশাপাশি সুপ্রিম সিড, লাল তীর ও ইস্পাহানির মতো বেসরকারি কোম্পানিও বিগত ১০ থেকে ১৫ বছরে তুলাবীজ সরবরাহ করছে। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে এক লাখ হেক্টর এবং ২০৩০ সাল নাগাদ দুই লাখ হেক্টরের বেশি জমিতে তুলা আবাদ প্রসারিত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের।

আরো সংবাদ

(https://www.dailynayadiganta.com/first-page/681624/পোশাকের-বাজার-হারাচ্ছে-বাংলাদেশ)

পোশাকের বাজার হারাচ্ছে বাংলাদেশ (https://www.dailynayadiganta.com/first-page/681624/পোশাকের-বাজার-হারাচ্ছে-বাংলাদেশ)

(https://www.dailynayadiganta.com/first-page/681623/তাইওয়ানের-আকাশসীমায়-২১-চীনা-সামরিক-বিমান)